আলমডাঙ্গায় ইয়াবা ও নগদ অর্থসহ ৩ কারবারি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে তিনজন চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির প্রায় সাড়ে ১১ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জের হাবিবুর রহমানের ছেলে খালিদ (৩৫), ভেদামারী গ্রামের রুহুল আলীর ছেলে লিখন হোসেন
(২৫) এবং জাহাপুর গ্রামের ফকরুল মোল্লার ছেলে ভাদু (২৭)।

অভিযানের অংশ হিসেবে হাউসপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে খালিদের কাছ থেকে ৫১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং মাদক বিক্রির নগদ সাড়ে ১১ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে ঘোলদাড়ি বাজার এলাকায় পৃথক অভিযানে লিখন হোসেন ও ভাদুর কাছ থেকে আরও ১৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) প্রদীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আলমডাঙ্গা থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা পুলিশের অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা স্টেশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার পলাতক আসামি রেজাউল ইসলামের স্ত্রী মুন্নি বেগমসহ গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত অন্যান্য আসামিরা হলেন আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জপাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মো. রেজাউল ইসলাম, নাগদাহ পশ্চিমপাড়ার মৃত জহুরুল ইসলামের ছেলে মো. জামাল উদ্দিন, পুরাতন বাজার পাঁচলিয়া গ্রামের জহুরুল হকের ছেলে আসাদুল হক, একই গ্রামের ওসমান মণ্ডলের ছেলে তুহিন মণ্ডল, হারদী শেখপাড়ার রেজাউল করিমের ছেলে মামুনুর রশীদ, পাইকপাড়ার মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে (নাম অজ্ঞাত), আলমডাঙ্গা শিবপুর গ্রামের মৃত সাজিদুর রহমানের ছেলে জুবায়ের রহমান (২৮) এবং কালিদাসপুর উত্তরপাড়ার তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে আব্দুর রহমান (২৮)।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বাণী ইসরায়েল জানান, গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আদালতের রায় বাস্তবায়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। এ ঘটনায় মাদক বিক্রয় ও সংরক্ষণে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাঁচকমলাপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) আহম্মদ আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার রংপুর বিলপাড়া এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানকালে রংপুর গ্রামের মৃত মিনারুল মণ্ডলের ছেলে মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানায়, উদ্ধারকৃত গাঁজা বিক্রয়, সংরক্ষণ ও হেফাজতে সহযোগিতার অভিযোগে আরও দুইজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মোবাইল ছিনতাইকারী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মোবাইল ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, গত ২৯ এপ্রিল আলমডাঙ্গা আলতায়েবা মোড়ের ফ্রেন্ডস মেডিসিন কর্নারের কর্মচারী ও বেলগাছি গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে সাকিল আহমেদ কর্মস্থল থেকে সাইকেলযোগে রাত ৯টার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন।

তিনি আলমডাঙ্গা সাতকপাট ব্রীজ সংলগ্ন পাকা রাস্তায় পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলে আসা ৩-৪ জন দুর্বৃত্ত তাকে ঘিরে ধরে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে ভুক্তভোগী সাকিল আহমেদ আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর

খানের নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. বানী ইসরাইল ও এসআই (নিঃ) মো. আলমগীর কবীর তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত মো. সাহিল রহমান ডন (২৭) কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি কুষ্টিয়া ইবি থানার শংকরদিয়া গ্রামের রেজাউল করিমের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ২ মে বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে রাত ১টার দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার ৬০ হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত

ধার করা টাকায় বীজ কিনেছিলেন। ভোরের আঁধারে মাঠে গেছেন, রোদ-ঝড় উপেক্ষা করে সারাদিন পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু ফসল ঘরে তোলার সময় দেখলেন মোচায় দানা নেই। মাঠ শূন্য। আর বুকের ভেতরে একটাই প্রশ্ন এখন কী হবে? এটি কোনো একজন কৃষকের গল্প নয়; চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রায় ৬০ হাজার কৃষকের এবারের মৌসুমের বাস্তব চিত্র।

বাংলাদেশের ভুট্টার অন্যতম প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত চুয়াডাঙ্গা। অথচ এ মৌসুমে আলমডাঙ্গায় যা ঘটেছে, তা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় বরং মানবসৃষ্ট বিপর্যয় বলে অভিযোগ উঠেছে। নকল বীজ, ভেজাল সার এবং বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন হাজারো কৃষক।

উপজেলায় চলতি মৌসুমে প্রায় ১৩ হাজার ৮৮৭ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে। কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন। কিন্তু মাঠের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে বিঘাপ্রতি ৪০-৫০ মণ ফলনের কথা, সেখানে কৃষকরা পাচ্ছেন মাত্র ১৫-

২০ মণ। জগন্নাথপুর, শ্রীরামপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় শত শত বিঘা জমির ভুট্টার মোচায় দানা নেই। গাছ ও মোচা থাকলেও ভেতরে শূন্য যার জন্য কৃষকরা নকল বীজকে দায়ী করছেন।

কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে নামীদামী কোম্পানির মোড়কে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নকল ও নিম্নমানের বীজ। বাইরে থেকে বোঝার উপায় না থাকায় তারা প্রতারিত হচ্ছেন। একই সঙ্গে সারের বাজারেও চলছে কারসাজি। অসাধু ব্যবসায়ী চক্র সিন্ডিকেট করে সারের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে, চাহিদার সময় কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়ানো হচ্ছে এবং ভেজাল সার বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ এক কৃষক বলেন, “কৃষি কর্মকর্তারা শুধু পরামর্শ দেন। কিন্তু নকল বীজে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যায়, আর সেই ডিলারদের কিছুই হয় না। বছরের পর বছর এভাবেই চলছে। আমরা এখন কার কাছে বিচার চাইব?”

কৃষক পিন্টু রহমান বলেন, “ঋণ করে ভুট্টার বীজ কিনেছি। ভালো ফলনের আশা ছিল। কিন্তু এখন দেখি মোচায় দানা নেই। ঋণের টাকা কীভাবে শোধ করব, পরিবার নিয়ে কীভাবে চলব এই চিন্তায় ঘুম আসে না।”

কৃষক বিপুল আলী বলেন, “সার আর বীজ কিনতে যা ছিল সব শেষ করেছি। দোকানদারের কথা বিশ্বাস করে বুনেছি। কিন্তু ফলন নেই বললেই চলে। পুরো মাঠ এখন শূন্য। কৃষি অফিসে বললেও শুধু পরামর্শ পাই, বাস্তব কোনো সমাধান নেই।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান পলাশ বলেন, চুয়াডাঙ্গার মাটি ভুট্টা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তবে একই জমিতে বারবার ভুট্টা চাষের ফলে মাটির উর্বরতা কমছে। তিনি বিকল্প হিসেবে গম চাষের পরামর্শ দেন এবং জানান, বাজার সিন্ডিকেট দমনে কৃষি বিভাগ কাজ করছে। পাশাপাশি অনুমোদিত ডিলার ছাড়া বীজ না কেনার আহ্বান জানান তিনি।

তবে কৃষকদের প্রশ্ন যারা ইতোমধ্যে ঋণের বোঝা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য এই পরামর্শ কতটা কার্যকর? প্রতি বছর কৃষি খাতে বরাদ্দ থাকলেও মাঠপর্যায়ে তদারকির অভাবের কারণে নকল বীজ ও ভেজাল সারের দৌরাত্ম্য বন্ধ হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকদের দাবি নকল বীজ ও ভেজাল সার বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের

বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, মাঠপর্যায়ে বাজার তদারকিতে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ।

এই দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন না হলে চুয়াডাঙ্গার কৃষি ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

আলমডাঙ্গায় লোটাস আইসক্রিম ফ্যাক্টরির ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার হাউসপুরে লোটাস আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য অনুপযোগী ইন্ডাস্ট্রিয়াল রং ব্যবহার করে আইসক্রিম উৎপাদনের দায়ে লোটাস সুপার আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মালিক সাজেদুর রহমানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার দুপুরে পৌর এলাকার হাউসপুর সড়কে এ তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ফ্যাক্টরির ৮টি ফ্রিজে রাখা কয়েক হাজার আইসক্রিম জব্দ করে ধ্বংস করা হয়। একই সঙ্গে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিটি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল।

সজীব পাল বলেন, ভেজাল আইসক্রিম শিশুসহ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রাণহানির কারণও হতে পারে। তাই এ ধরনের কার্যক্রম প্রতিরোধে সবার সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

আলমডাঙ্গায় কাব্যগ্রন্থ ‘কিছু কথা’র মোড়ক উন্মোচন

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কবি হাবিবুর রহমান মজুমদারের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘কিছু কথা’ এর জমকালো মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেল ৪টায় স্থানীয় উপজেলা মঞ্চে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিশিষ্ট কবি গোলাম রহমান চৌধুরি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও প্রবীণ শিক্ষক ওমর আলী মাস্টার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যের পর মোড়ক উন্মোচন পর্ব সম্পন্ন হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম। তিনি কবির লেখনী ও সাহিত্যচর্চার প্রশংসা করেন।

বিশেষ আলোচক হিসেবে কবি আসিফ জাহান কাব্যগ্রন্থটির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বইটির কবিতাগুলোর সাহিত্যমান ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খন্দকার শাহআলম মন্টু, উদ্ভাস সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি কহন কুদ্দুস, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি শিক্ষক জামিরুল ইসলাম এবং সাংবাদিক-শিল্পী আতিক বিশ্বাস।

কবি সিদ্দিকুর রহমানের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র পরিচালক জন অলফ, ব্র্যাক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও সাংবাদিক মাহফুজুর রহমানসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এ ধরনের সাহিত্যচর্চা স্থানীয় পর্যায়ে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ এবং নতুন পাঠক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থানীয় কবি, সাহিত্যিক,

সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভাইয়ের জমিতে জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে পৈতৃক ভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আজিল বক্স (৬৬)। তিনি তাঁর সহোদর ফজলুল হকের (৬৪), বৈধ মালিকানাধীন জমি জবরদখল করে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

আদালতের নোটিশ জারির পরেও থামেনি নির্মাণ। আইনের প্রতি এই সুস্পষ্ট বৃদ্ধাঙ্গুলি এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

ভূমি রেকর্ড সূত্রে ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা মৌজা-৪ নং নগরবোয়ালিয়ার ভাংবাড়িয়া গ্রামের মরহুম ওফাতুল্লা মণ্ডলের সাত সন্তানের মধ্যে জমিজমার বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। মরহুমের পুত্র ফজলুল হক (৬৪), পিতার ওয়ারিশ সূত্রে ১৩৬ খতিয়ানের ৩৭১০ দাগে ০.০৪৬৫ (একর) জমির আইনি অধিকারী। এ ছাড়া তিনি ১৯৯৮ সালের (১ মার্চ) মরহুম সাজেদুল আলম মল্লিকের ওয়ারিশগণের কাছ থেকে একই মৌজার- ৩৩৭ খতিয়ানের ৩৭০৯ দাগে ০.০৬ (একর) জমি ক্রয় করেন। দুটি জমি পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় ফজলুল হক দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে উভয় অংশে দখলে ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁর সহোদর আজিল বক্স সেই জমিতে জোরপূর্বক ঢুকে পড়েন এবং উচ্ছেদ করে বাড়ি নির্মাণ শুরু করেন। ফজলুলের বৈধ দখল ও মালিকানাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতে থাকে জোরপূর্বক নির্মাণকাজ।

আদালতের নির্দেশও মানছে না অভিযুক্ত। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মো.

ফজলুল হক আদালতের দ্বারস্থ হন। গত (২৩-এপ্রিল ২০২৬), তারিখে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির-১৪৫(১), ধারায় নোটিশ জারি করে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার কড়া নির্দেশ দেন। সেই নোটিশ যথাযথভাবে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে প্রেরণ করা হয়। তবু থামেননি আজিল বক্স। আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি ও তাঁর পুত্রেরা নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছেন।

ক্ষোভ ও হতাশায় ভুক্তভোগী ফজলুল হক বলেন , আমার ওয়ারিশ সূত্রে পাওনা ও ক্রয়কৃত জমিতে আমার ভাই আজিল বক্স ও তার ছেলেরা জোরপূর্বক বাড়ি তুলছে। আদালতের নোটিশ পুলিশ ক্যাম্পে জমা দেওয়ার পরেও তারা কাজ বন্ধ করেনি। এখন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ করে আইনি মীমাংসার ব্যবস্থা করা হোক।

এ বিষয়ে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্টরা আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগের পরামর্শ দেন। আদালতের নোটিশ হাতে পেয়েও কেন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সে প্রশ্ন এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে।

সচেতনমহল বলছেন, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নীরব থাকলে বিরোধ আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গায় খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যানের যোগদান ঘিরে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাসের যোগদানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, পূর্বে বরখাস্ত হওয়া চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দার লোটাস হাইকোর্টের আদেশ ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশনার পর পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পরিষদে আসেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তার পুনঃযোগদানের বিরোধিতা করে পরিষদে প্রবেশে বাধা দেন।

এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়, যা পরে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান লোটাসের সমর্থনে কয়েকশ গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতাকর্মীরা আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল চলাকালে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিকা ও নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিপুলের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এতে তারা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আলমডাঙ্গার অনুপনগরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ঘুম, সমালোচনায় প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার অনুপনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বিরুদ্ধে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অফিস কক্ষে ঘুমানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্কুল চলাকালীন সময়ে তাঁর ঘুমানোর কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রধান শিক্ষক নিয়মিতভাবে ক্লাস না নিয়ে অফিস কক্ষে সময় কাটান। কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ রেখে তিনি ঘুমান বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে।মঙ্গলবারও তাঁকে অফিস কক্ষে চেয়ারে বসে ঘুমাতে দেখা যায়। সেই সময়ের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

এদিকে, এর আগেও ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকদের দাবি, গত ১১ এপ্রিল ক্লাস চলাকালে তেলাপোকা দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করায় কয়েকজন ছাত্রীকে মারধর করেন তিনি। এতে অন্তত আটজন ছাত্রী আহত হয়। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে সেদিন রাতেই অভিভাবকেরা স্কুল প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে প্রধান শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানান। তবে এখন পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, প্রধান শিক্ষক শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় মাঝে মাঝে অফিস কক্ষে বিশ্রাম নেন। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে চাননি।

অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক উগ্র মেজাজের এবং প্রায়ই শিক্ষার্থীদের মারধর করেন। তিনি নিয়মিত দেরিতে স্কুলে আসেন এবং অনেক সময় ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই চলে যান। সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো নয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুসের বক্তব্য জানতে চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
অভিযোগগুলো তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।